দৈনিক ইনকিলাব

060

05 MAR 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 3 ... ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সনাতন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী। কিন্তু অত্যন্ত হতাশার সাথে লক্ষ্য করছি যে, কর্তৃপক্ষ অযথা পরীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব করছেন। এমনিতেই '৮৪ সালের পরীক্ষা '৮৭-তে ঠেকেছে। ইতিপূর্বে একবার তারিখ পরিবর্তন করে অবশেষে ২৫ মার্চ পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো আমাদের পরীক্ষার রুটিন প্রদান করা হচ্ছে না। আবার শোনা যাচ্ছে যে, পুনরায় তারিখ পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। জানা গেছে যে, অর্থনীতি বিভাগের ফলাফল প্রকাশের বিলম্ব ঘটার কারণেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, এত দীর্ঘ সময়ের পরও কেন ফলাফল প্রকাশ হোল না। অতএব, এটা কারণ নয়। সে জন্যই আমরা কোন যুক্তিতেই পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করার বিষয়টি মেনে নিতে পারছি না। প্রতিক্ষারও একটা সীমা থাকে। আরো একটি বিষয় জানা দরকার সেটা হলো কোন ছাত্রই পরীক্ষা পিছানোর দাবী করে না। যদিও কোন কোন সময় এ ধরনের দাবী হতে দেখা যায়। কিন্তু এই দাবী যারা করে তারা ছাত্র নয়, ছাত্র নামধারী অছাত্র। আমাদের এই পরীক্ষার তারিখের ব্যাপারে কারো দ্বিতম নেই। তাহলে কেন নতুন করে পরীক্ষা পিছানোর চিন্তা করা হচ্ছে? কর্তৃপক্ষ জবাব দিবেন কি?

—মুরাদ হোসেন

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি আধুনিক মান এবং মর্যাদা পেয়েছে। শুধুমাত্র আরবী সাহিত্য ছাড়া আর সকল বিষয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে করে আমাদের পক্ষে সহজে কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বুঝা সহজ হয়েছে। আরবী প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ছাড়া বাকী সব বিষয়ে পরীক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে বাংলা। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, পরীক্ষার সময় উক্ত বিষয়গুলোর প্রশ্নপত্র করা হচ্ছে আরবীতে। অথচ উত্তর দিতে হয় বাংলায়। এতে করে পরীক্ষার্থীদের অনেক সময় প্রশ্ন বুঝা ও সঠিকভাবে উত্তর দেয়া সম্ভব হয় না। তাই আমাদের অনুরোধ আসন্ন আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র যেন বাংলায় করা হয় অথবা অন্যান্য বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রশ্নপত্র বাংলা ও আরবী উভয় ভাষায় প্রণীত হয়। এতে পরীক্ষার্থীদের পক্ষে সহজে প্রশ্ন বুঝা ও তদানুযায়ী উত্তর দেয়া সম্ভব হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আশা করি বিবেচনা করবেন। এ বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন।

—মোঃ গোলাম নূর